# আদিবাসীর মেধা বিকাশের সুযোগ চাই

## মিথুশিলাক মুরমু

সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষায় 'অদম্য মেধাবীদের গল্প' (প্রথম আলো ১৫.৬.০৭) শীর্ষক লেখায় মাদারীপুর জেলার শিবচরের মাদবচর ইউনিয়নের ভাইয়ারচর গ্রামের শ্মশানখোলার মীরা রানী মালোর নাম উঠে এসেছে। মালোর বাবা শংকর চন্দ্র মালো একজন খুদে মাছ বিক্রেতা এবং মা সুকনা রানী মালো অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেন। আদিবাসী মালো জনগোষ্ঠীর এই মেয়ের টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মাস ছয়েক আগে স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. জিল্লুর রহমান প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে পড়ালেখার খরচ দিতেন মীরার জন্য। এলাকার অন্যরাও কাগজ-কলম দিয়ে সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছেন। পাঁচুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের ছাত্রী মীরা জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে। মীরা রানী মালো আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাই। ইতোপূর্বেও আদিবাসী ছেলেমেয়েরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুল থেকে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লরেন্স বেসরা রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরত। শুনেছি, দিনাজপুরের সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালের ডা. কালেক্স সরেনও এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটাতে ভর্তি হয়েও দুলাল মাইকেল টুডু কেমেস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। অনেক আদিবাসী ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষকতাও করছেন। এরপরও আমরা দেখেছি ২০০৭ সালের কোটাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ১৩ জন অ-আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর নাম সংযোজিত হয়েছিল। অনেক সেনদরবার ও সংবাদ সম্মেলন করে এদের ভর্তি ঠেকানো হয়। এভাবেই অনেক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কোটাতে ভর্তির সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে হয় আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের।

আমি স্বাগত জানাই রিবাং দেওয়ানকে। জাতিসংঘে আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের কাগজপত্রে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য লোগোর আহ্বান করা হয়েছিল। এ প্রতিযোগিতার ফলাফল বিগত মে মাসে ঘোষণা করা হয়। এ দেশের আদিবাসী ছেলে রিবাং দেওয়ানের আঁকা লোগো এখন জাতিসংঘ আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। রিবাং রাঙ্গামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল ও কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সে জাতিসংঘ আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের আন্তর্জাতিক লোগো আঁকা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। এই কৃতি বাংলাদেশের জন্য গর্বের। আদিবাসী মেয়ে কনকচাঁপা চাকমাও চিত্রশিল্পী হিসেবে বিদেশ থেকে পুরস্কৃত হয়ে সম্মান নিয়ে এসেছেন। দেশের অভ্যন্তরে তার সুখ্যাতি রয়েছে আকাশচুম্বী। চাকমা মেয়ে নন্দী দেওয়ানও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। আমরা দেখেছি, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার মহদান গ্রামের সাঁওতাল ছেলে বিনাতন হাঁসদাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীতই স্থানীয় এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি গির্জার দেওয়ালে আঁকা চিত্র দেখে পেশাদার শিল্পীরাও আশ্চর্য হয়েছেন, প্রশংসা করেছেন। বিনাতন এখন 'কারিতাস সিল্ক'-এ ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত।

খেলাধুলাতেও আদিবাসীরা পিছিয়ে নেই। সেই ষাট দশক থেকেই খেলাধুলোতে আদিবাসীদের রয়েছে অবাধ বিচরণ। ৫০ ও ৬০ দশকে অত্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে আদিবাসী চিংলা মং চৌধুরী এবং দেবীনাশ সাংমো ফুটবল শাসন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বিপ্লব মারমাও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন জাতীয় ফুটবলে। আমরা অবলোকন করেছি, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের মহিলা ফুটবল দল ভারত সফর করেছেন। এই মহিলা ফুটবল দলেও ছিল কয়েকজন আদিবাসী মহিলা ফুটবলার। বিগত বিএনপি সরকারের শাসনামলে জেলা পর্যায়ে ১৬টি আদিবাসী ফুটবল দল নিয়ে মিরপুর শেরে-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে জাতীয় আদিবাসী টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল টুর্নামেন্ট থেকে আদিবাসী ফুটবলার বাছাই করা; কিন্তু ফলাফল শূন্যই রয়ে গেছে। এথলেটিক্সে রাজশাহীর সেফালী সরেন বিভাগীয় পর্যায়েও স্বর্ণপদক ছিনিয়েছেন। বৈষম্যের শিকার হয়েছেন রাজশাহীর গণেশ মাঝি (সরেন)। বৈষম্যের শিকার হয়েছেন আদিবাসী সাঁওতালরা 'বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন' কর্তৃক। ২০০৪ সালে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য আর্চারি প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে 'বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন' নভেম্বর ১৫-২৫, ২০০৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয়বারের মতো আর্চারি তীর পরিচালনা প্রশিক্ষণ ঢাকা হকি স্টেডিয়ামে সম্পন্ন করেন।

প্রথমবারের ৫ জনসহ ১০ জন আদিবাসী সাঁওতাল এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ২০ জনসহ মোট ৩০ জন এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থী আদিবাসী সাঁওতাল যুবকরা হলেন- এডওয়ার্ড মারান্ডী (দলনেতা), প্যাট্রিক মারান্ডী, সরেন মারান্ডী, সুশীল টুডু, গনেন্দ্রনাথ টুডু, সুরেন টুডু, মার্কুস মুরমু, জোয়েল সরেন, লাজারুস হাঁসদা ও ফিলিপ হেমব্রম। ১৩ নভেম্বর ছিল চূড়ান্ত বাছাই পর্ব। বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে কোরিয়ান আর্চারির প্রশিক্ষক ইন সু-চুং এবং ইন্ডিয়ার প্রশিক্ষক রথিন দত্ত ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে খো খো ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রথম আর্চারি প্রশিক্ষণ হয়েছিল ২৫ মে, ২০০২ থেকে ২৭ মে ২০০২ পর্যন্ত। ঢাকা সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে আর্চারি প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব আর্চারি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট। সে সময় শুধু ১০ জন সাঁওতাল যুবক প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা হলেন- এডওয়ার্ড মারান্ডী (দলনেতা), সুশীল টুডু, দেবাস সরেন, উপেন টুডু, মগেশ টুডু, মাইকেল সরেন, মার্সেল সরেন, মার্কুস মুরমু, লাজারুস হাঁসদা, সাহেব হাঁসদা ও গনেন্দ্রনাথ টুডু। দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পরও এদের কাউকেই ভারতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। বর্তমানে এদের সঙ্গে ফেডারেশনের কোনো কর্মকর্তাই যোগাযোগ করেন না। বাংলাদেশ কারুশিল্প পরিষদ আয়োজিত শীলু আবেদ কারুশিল্পী পুরস্কার বেশ কয়েক বছর থেকে দেয়া হচ্ছে। প্রথম পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় ২৫ হাজার টাকা ও ক্রেস্ট, দ্বিতীয় ১৫ হাজার টাকা ও সনদপত্র এবং তৃতীয় ৫ হাজার টাকা ও সনদপত্র। এখানেও আদিবাসীরা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ২০০১ সালে বস্ত্রবয়নের জন্য ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের ৮২ বছরের ফুলমনি রিছিল দ্বিতীয় এবং মঞ্জুলিকা চাকমা প্রথম পুরস্কার পান। ২০০২ সালে মৌলভীবাজার কমলগঞ্জের পুলিন্দ্র সিংহ (বাঁশ ও বেতের বয়নশিল্প-ঝুড়ি) দ্বিতীয় হয়েছিল। সারাদেশ থেকে ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রথম হয়েছিলেন রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর এলাকার বাসিন্দা ধীরেন্দ্রলাল চাকমা এবং তৃতীয় হয়েছেন যুগ্মভাবে ওই এলাকার গয়াসুর চাকমা। শীলু আবেদ কারুশিল্পী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম আদিবাসী নারী উদ্যোক্তা হলেন মঞ্জুলিকা চাকমা। তার দূরদৃষ্টি এবং ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠা বেইন টেক্সটাইল এখন দেশ-বিদেশে পরিচিত। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি কাপড়ের ভিড়ে আদিবাসী পাহাড়ি ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র আজ সমাদৃত।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাতেও আদিবাসীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন অনেকে। সমতলভূমিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন প্রয়াত সাগরাম মাঝহী (হাঁসদা)। নির্বাচিত হয়েছিলেন নিমাইচন্দ্র বর্মণ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল থানার নেজামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে। রাজশাহী গোদাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাঁ[illegible] ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ টুডু দীর্ঘ ২৫ বছর মেম্বার হয়েছেন, এখনও তার জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। পাহাড়ি এলাকার আদিবাসীরা তো অনেক এগিয়ে গেছেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় গারো এলাকা থেকে একটি ছোট্ট বালকও পালিয়ে গিয়েছিল। সেই বালকই পিএ সাংমো, যিনি ভারতের সংসদে স্পিকারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই এলাকারই সন্তান প্রমোদ মানকিন দু'দুবার সংসদের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। মনিস্বপন দেওয়ান, বীর বাহাদুর, ম্যা ম্যা চিং, কঙ্করঞ্জন চাকমা, এথিন রাখাইনও অবদান রেখেছেন জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে। আরও অনেকে দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি। ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীতে কোন কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের নামও উঠে এসেছিল। আদিবাসীদের সুযোগ দিলে প্রমাণ করে অন্যদের চেয়ে আমরা পিছিয়ে নেই, প্রয়োজন রয়েছে তাদের মেধাকে জাতীয়ভাবে ব্যবহার করা।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও আদিবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। আদিবাসী ব্যক্তিত্বরা উল্লেখযোগ্য এনজিওর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আদিবাসীরা তাদের অবস্থা ও অবস্থানের মানোন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চাকেও সচল করতে সচেষ্ট। আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমীর প্রচেষ্টাও রয়েছে। ফলস্বরূপ আদিবাসী শিল্পীরা জাতীয়, আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানগুলোতে দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করছে দলীয় নাচ, গান ইত্যাদি। অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও আদিবাসীরা পিছিয়ে নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধে শুধু গারো জনগোষ্ঠী থেকে ১২৫০ জন এবং সাঁওতাল জনগোষ্ঠী থেকে ১০০০ জন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্তের মধ্যে ১ জন আদিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে। তিনি হলেন ইউ কে চিং। পাহাড়ি এলাকায় অং থুই মারমা বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে হৈ চৈ সৃষ্টি করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া আদিবাসীদের ধর্মীয় জীবনেও রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ। ক্যাথলিক ৬টি ধর্মপ্রদেশের অন্যতম ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ হলেন গারো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পল পুনেন কুবি।

স্বাধীন বাংলাদেশে আদিবাসীদের (সরকারিভাবে উপজাতি) বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, স্থল-নৌ-বিমান বাহিনী এবং চাকরিতে কোটা রাখা হয়েছে, যাতে তারা সুযোগ পায়, মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেটে আদিবাসী সন্তান গিলেস্পি, এন্ড্রু সাইমন, এথলেটিক্সে ক্যাথি ফ্রিম্যান, পাকিস্তানে শহীদ আফ্রিদিরা বিশ্বে চমক সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা দেখেছি, এক আদিবাসী কন্যা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট একজন আদিবাসী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আদিবাসীদের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারাও মেধা ও প্রজ্ঞা, শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মাতৃভূমিকে সেবা ও দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনবে। দেশের অমূল্য সম্পদে পরিণত হবে।

প্রথম আলো
পৃষ্ঠা ৪৬
তারিখ ... 28 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...